Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 357
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 349 - 357
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্করের সাহিত্যে রাঢ়বঙ্গের কাহার সংস্কৃতি

পূজারিণী রায়
এম.ফিল, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : Pujariniroy0501@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Rarhbanga, Tarashankar, Novel, Kahar, Rhymes and Folk Songs, Biography, Classification.

Abstract
Tarashankar Banerjee is a prominent figure in Bengali Literature as well as Rarh Bengal's Litrature. Being born in Rarh Bengal, various castes and tribes of Rarh Bengal and their cultural identity have come up again and again as literary material. One such timeless work of his is ' Hansuli Banker Upokotha'. In this novel, the past and present context, spiritual beliefs and disbeliefs, social sense and cultural thinking of the 'Kahar' nation have been covered. In this discussion article, I have tried to highlight the self-identity of the 'Kahar' class as a distinct self-caste of Bengal, particularly through the rhymes and folk songs of the 'Kahar' caste, by delineating the aspect of their own social and cultural position and their own life cycle.

Discussion

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়বঙ্গের বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এই কথা সাহিত্যিকের রচনায় তাই উঠে এসেছে রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবন প্রণালী। এরকমই এক বিশেষ সম্প্রদায় কাহার শ্রেণির সামাজিক অবস্থান চিত্রিত হয়েছে তাঁর রচিত সাহিত্য 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসিক স্বয়ং তারাশঙ্করের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-

> "আমার লেখার মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র সে কাল পর্যন্ত কল্পনাশ্রয়ী ছিল না। তার পটভূমি সহজেই আবিষ্কার করতে পারত পাঠক। বিশেষ করে রাঢ় বঙ্গের সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হত। যার জন্য আমার লেখাগুলিকে অনেকেই আঞ্চলিক বলে অভিহিত করতেন।"[১]

'কাহার' নির্দিষ্ট কোন জাতি না জাতি নয় এই বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক বিদ্যমান। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বাংলা অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'কাহার' শব্দের দুটি অর্থ দিয়েছেন –

> ক. শিবিকাদিবাহক হিন্দু জাতিবিশেষ; বেহারা, কাওরা।
> খ. জলহারক (জলবাহক) পশ্চিমীদেশীয় হিন্দু জাতি।[২]

অন্যদিকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'বাংলা ভাষার অভিধান' এ বলেছেন 'কাহার' সংস্কন্ধবার; হি. কাহার; বাংকাহারক - যারা কন্ধে করিয়া শিবিকা বহন করে,যানবাহক।[৩]

এছাড়া Mr. Nesfield তাদের 'water-carrier' বলে উপস্থাপিত করেছেন, অন্যদিকে জাতিটিকে মাছ ধরার উপজাতি গোন্ধ, তুরাহা বা ধুরিয়া এবং ধীমার থেকে উদ্ভূত বলেছেন।[৪]

Sir Graves Haughton তাঁর 'বাংলা-সংস্কৃত অভিধানে' বলেছেন কাহার শব্দটি কাঁধ+ভার এর অপভ্রংশ। যার অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি কাঁধে বোঝা বহন করেন।[৫]

H. H. Risley, তার 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন-

> "Kahar, a large cultivating and palanquin bearing caste of Behar, many of whose members are employed as domestic servants by Natives and Europeans."[৬]

কিন্তু কাহার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কাহার নির্দিষ্ট কোন জাতি নয় হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা পালকী বহন করেন তারা কাহার। যেমন বাগদীদের মধ্যে যারা পালকি বহন করেন তারা বাগদী কাহার।[৭] পেশাগত ভাবে এই পালকি বাহক কাহার শ্রেণির মানুষদের জীবনচর্যাই বিবৃত হয়েছে কথাসাহিত্যিকের উপন্যাসে। বীরভূমের লাভপুরের প্রায় দু'মাইল দূরে কোপাই নদীর তীরে 'বাঁশবাদী' গ্রামে কাহারদের বসবাস। উপন্যাসিকের কলমে রাঢ় বাংলার, বিশেষত বীরভূমের কাহারদের দুটি শ্রেণির কথা উঠে এসেছে- ১. বেহারা ২. আটপৌরে।[৮] কিন্তু বিহারে কাহারদের যে শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায় তাতে এই দুটি শ্রেণির উল্লেখ নাই।

এই শ্রেণীর উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ বংশতত্ত্ববীদরা মনে করেন কাহার একটি মিশ্র জাতি, যারা ব্রাহ্মণ পিতা এবং নিশাদ বা চন্ডাল মাতার বংশধর। তবে এটা মনে করা হয় যে, তারা আদিম জাতিগুলির একটি অবশিষ্টাংশ, যারা আর্যদের আক্রমণের পূর্বে গঙ্গার উপত্যকা অঞ্চল দখল করেছিল। তবে কাহাররা নিজেদেরকে মগধের রাজা জরাসন্ধের বংশধর বলে দাবি করেন।[৯] কাহারদের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে লেখক বলেছেন, তারা নীলকরদের লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করতেন এবং এর বিনিময়ে অর্থ এবং জমি লাভ করতেন। লাঠিয়াল হওয়ার জন্য তারা প্রজাদেরকে নিপীড়ন করতেন, কিন্তু নীলকররা ভারত থেকে চলে গেলে নীলকরদের দেওয়া চাকরান জমিগুলি তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এতকাল প্রজাদের নিপীড়ন করার জন্য কৃষি মজুরের কাজ না পেয়ে তারা চুরি ডাকাতি করতে শুরু করেন। যদিও পুনরায় তাঁরা কৃষিকাজকে জীবিকা করে সৎ ভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন।

লোককথা, বিভিন্ন উপকথা, গান, গাঁথা, ছড়া, বিভিন্ন কিংবদন্তি ইত্যাদি বিভিন্ন লোকউপাদানের মধ্য দিয়েই লোকজ জীবনের যে সুর ধ্বনিত হয় তার মাধ্যমে সেই জাতির সামাজিক চালচিত্র পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় ব্যবহৃত বিভিন্ন ছড়া ও গানগুলি হল রাঢ়বঙ্গের কাহার শ্রেনীর জীবনীশক্তি, যার মাধ্যমে সে তার বেঁচে থাকার রসদ আহরণ করে অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়। এককথায় এই উপন্যাসটির মাধ্যমে লোকায়ত প্রেক্ষাপটে একটি সাধারন সম্প্রদায়, কাহার শ্রেণির জীবন সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

হাঁসলী বাঁকের উপকথায় ব্যবহৃত লোকগান :

নবান্ন উৎসব : রাঢ়বঙ্গের শস্যকেন্দ্রিক নতুন ধানের উৎসব হল নবান্ন, যেটি অগ্রহায়ণ মাসে পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে লক্ষ্মী দেবীকে পূজো করা হয়।

১. ও লবানের লতুন ধানের পিঠে -
আজ কাজ কি মাঠের ঝোলে।
নতুন কাপড় খসখসিয়ে বউরা এসেছে -
আঙা লতুন ছাওয়াল লিয়ে কোলে।

কালা রুদ্দ বাবাঠাকুরের নবান্নের ছড়া -

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 357
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২.'ল' লড়লাম - 'ল' চাড়লাম
'ল' পুরনোয় ঘর বাঁধলাম।
নতুন বাখার বাঁধি পুরানো খাই-
এই খেতে যেন জনম যায়-
লতুন বস্ত্র পুরোনো অন্ন-
তোমার কৃপাতে জন্ম ধন্য।

ভাঁজো পূজা : রাঢ়বঙ্গে ভাদ্র মাসে রাধা অষ্টমীর পর ইন্দ্র দ্বাদশীর দিন রবিশস্যের ফলন বৃদ্ধি করার জন্য এই কৃষি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। দেবরাজ ইন্দ্রকে তুষ্ট করার জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পুজো করে কাহাররা। এই পুজোতে অং খেলার চব্বিশ প্রহর অনুষ্ঠিত হয়। যা নিয়ে কাহারদের উৎসাহের সীমা নেই -

১. কোন্ ঘাটেতে লাগায়েছ 'লা' ও আমার ভাঁজো সখি হে!
আমি তোমায় দেখতে পেছি না।
তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাসুলীরই বাঁকে-
বাঁশবনে কাশবনে লুকালছ কোন ফাঁকে!
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
তোমার আ ঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ি গা
ও আমার ভাঁজো সখি হে!
২. ভাঁজো লো সুন্দরী,মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা
আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দিবি,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলবি,
পঞ্চ আঁকুড়ি আমার ধর লো ধরা।

ঘেঁটু পূজা : রাঢ়বঙ্গের অন্যতম লৌকিক দেবতা হল ঘেঁটু ঠাকুর। যার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে এই পুজো করা হয়। রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতিতে এই দেবতার পূজা-অর্চনা করা হয় বসন্ত ঋতুতে আবির্ভূত চর্মরোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে। এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন গানও গাওয়া হয়।

আধুনিক জীবনের সঙ্গে লোকজীবন সদা প্রবাহমান, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘেঁটু গানে। যুদ্ধ তাদের জীবনে পরিবর্তন না আনলেও মুকুন্দ ময়রার গানে তার প্রতিফলন ঘটেছে -

'সায়েব সায়েবে লেগেছে লড়াই।
ষাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উলখাগোড়াই-
ও হায়, মরব মোরাই উলখাগোড়াই'।

আটপৌরদের নতুন গানের থেকে পুরানো ঘেঁটু গানকেই প্রাধান্য দিত বেহাড়া পাড়ার প্রধান বনওয়ারী। তার গানের মধ্যে পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়-

'তাই ঘুনাঘুন- বাজেলো নাগরী-
ননদিনীর শাসনে, -চরণের নূপুরে থামিতে চায় না
ঘরে থামিতে মনো চায় না। ও তাই-তাই ঘুনাঘুন'।

আটপৌরদের গাওয়া ঘেঁটু গান -

'হায় কলিকালে, কতই দেখালে-
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে,তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর।
অতিবাড় বাড়িল যারা তাদের ভে ঙে পাড়ো'।

মাতব্বর বনওয়ারীর সাথে কালোশশীর অবৈধ সম্পর্ক। যা কাহার সমাজে নিন্দনীয়। কলিকালের এই অবৈধ কাজের তিরস্কার আটপৌরদের ঘেঁটু গানে ফুটে উঠেছে-

'বিচার নাহিক বাবা পুরিল পাপের ভারা
সাজের পিদীম বলে ফুঁ দিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধু জনের ওকি লীলা সনজে বেলাতে।
মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় কি গলাগলি
কত হাসি খুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি!
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সনজে দেখালে
হায় কলিকালে' -

রেল গাড়ির প্রবর্তন ও আধুনিকরণের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়বঙ্গের কাহারদের জীবনে অর্থনৈতিক আঘাত হেনেছে তার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঘেঁটু গানে। নতুন কারখানা তৈরির আকর্ষণ করালীর মত নতুন যুবকদের প্রলুব্ধ করলেও প্রাচীনপন্থীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছেন সেকথাও ঘেঁটুগানে ব্যক্ত হয়েছে -

১. ও সায়েব আস্তা বাঁধলে!
হায় কলিকালে!
কালে কালে সায়েব এতে আস্তা বাঁধালে-
ছোকরার ধুয়ো গাইলে-
ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দন্ডে চালালে।
ও সায়েব আস্তা-
২. লালমুখো সাহেব এল কটা কটা চোখ-
দ্যাশ-বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক-
ও সাহেব আস্তা-
ও সাহেব আস্তা বাঁধালে- কাহার কুলের অন্ন ঘুচালে
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবু লোক!
-ও সাহেব আস্তা-
৩. জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্চো কারখানা।
ও-পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।
মেয়েরা ও-পথে গেলে ফেরে নাকো ঘরে-
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে।
লক্ষ্মীরে চঞ্চল ক'রে অলক্ষীর কারখানা
ও পথে হেঁটো না মানিক কত্তাবাবার মানা।

নসুবালার গাওয়া গান - নসুবালার গীত গানগুলির মধ্যে প্রেমের রসবোধ ও আত্মদর্শন লক্ষ্য করা যায় -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 357
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১. চোখের জলে লরম হল মাটি
সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরিতি!

নসুবালা ও পাগল কাহারের গানে গানে উত্তর প্রতুত্তরে ধ্বনিত হয়েছে জাগতিক বাঁধাকে অতিক্রম করে প্রেম সাগরে মানুষের অবগাহন -

২. লষ্ট চাঁদের ভয় কিলো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে-
কলঙ্কিনী রাইমানিনী- নাম রটেছে দ্যাশে দ্যাশে।

এই গানের প্রতিউত্তরে পাগল কাহার গায় -

শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে
ঝাঁপ দিব সই কালীদহে,
কালীলাগের প্রেমের পাকে মজব আমি অবশ্যাষে!

নসুবালা নাচতে নাচতে যখন উপকথার গান গায় -

৩. বেলতলায় বাবা ঠাকুর কাহার - কুলের পিতা
বাঁশবনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা।
পরাণ- ভ্রমরে সে থাকত আগুলি,
(ও হায়) তারে দাহ ক’রে মারল করালী!
বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার- কুলের পরাণ- ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর।
বাঁশের বেড়ার ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারি-
কাহারেরা, হায় রে বিধি হ’ল ভ্রমণকারী।
ঘর-ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুখের কথা বলব কারে হায়।

হাঁসুলীর বাঁকে গাঁইতি চালিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছে নসুবালা, সেই আনন্দে পায়ে নুপুর বেঁধে নেচে নেচে সেই গান গাইছে। তার দুচোখে নতুন কাহারপাড়া গড়ে ওঠার স্বপ্ন-

৪. তাই ঘুনাঘুন বাজেলো নাগরী
ননদিনীর শাসনে, চরণের নূপুর থামিতে চায় না!
তাই ঘুনাঘুন- তাই ঘুনাঘুন?

করালী বালি খুঁড়ছে তাই দেখে পাগলের মনে নতুন কাহারপাড়া হবে ভেবে নতুন গান এসেছে-

৫. যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে,যে ভাঙে ভাই সেই গড়ে,-
ভাঙাগড়ার কারখানাতে, তোরা দেখে আয় রে উঁকি মেরে।

বনওয়ারীর ছড়া -

সুরৎ করে চলে যাব গিরগিটির মতন
চোখে চোখে রাখবি কতক্ষণ!

কালোশশীর গাওয়া গান - পরমের কালো বউ কালোশশী তার সাথে বনওয়ারীর আশনাই। কালো বউয়ের গাওয়া গান-

আমার মনের অঙের ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না-

পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে-
সে জলে পাতা নিলে না-
টলোমলো- টলোমলো-
হায় বঁধু হে পড়ে গেল-
ও হায়, চোখের জলের মুক্তাছটা, মাটির বুকে ঝরে না।

সুচাঁদ বুড়ির গান - সুবাসীকে নতুন করে বিয়ে করে বনওয়ারী। তাই নিয়ে সুচাঁদ বুড়ি গান গায়-
হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী- যাই বলিহারি,
বাঁধিল নতুন ঘর দখিন দুয়ারী।
সুবাসী বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরিরে মরি!

পাগল কাহরের গাওয়া গান - হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে অন্যতম শিল্পী পাগল কাহার, তার বাঁধা, গাওয়া ও সুর করা গান এই উপন্যাসকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে-
১. পেমে পাগল হলাম আমি, পেমের নেশা ছুটল না-
হায় সখিগো- সনজে হল ঝিঙের ফুল কই ফুটল না!
২. মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে-
কে পেয়েছে, ও সইয়েরা, দাও আমাকে ফিরে হে!
৩. গোপনে মনের কথা বলতে দে গো আঁধার গাছতলায়;
ও হায় ঠান্ডা শেতল সাঁঝবেলায়।
৪. মন চাহে যাও হে তুমি-আমি যাইবো না- কেলি- কদমতলার বৃন্দে গো।
মানিক পেলে তুমিই লিয়ো- আমি চাইব না- কালোমানিক কালায়, বৃন্দে গো।
৫. যে অঙ আমার ভেসে গেল,
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ যেয়ে লেগেছে সই
লাল শালুকের ফুলে হে!
(কোপাই নদীর জলে হে!)
সেই শালুকে মন মানালাম
সকল দুখো পাসরিলাম
তোমার মনের অঙের মালা
তুমিও দিয়ো ফেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)
নিত্য নতুন ফোটে শালুক
বাসি ঝ'রে গেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)

বনওয়ারীর প্রথম স্ত্রী গোলাপিবালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কারণ বনওয়ারী সাঙা করেছে আটপৌরে কন্যা সুবাসীর সঙ্গে। কালোশশীর রং কালো বলে তার স্বামী পরম তাকে তাচ্ছিল্য করেছে। এতদিন বনওয়রীর সাথে আশনাই ছিল। সেই দুঃখে কালোশশী দহের জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। তাই নিয়ে পাগল কাহার গান গাইছে মদ খেতে খেতে -
হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী, যাই বলিহারি-
বাঁধিল নতুন ঘর দক্ষিণ- দুয়ারী।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 357
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সে ঘর বাঁধিতে এলো (যতসব) অষ্টপ্রহরী। অষ্টপ্রহরী পাড়ার সুবাসি লতা
কাহারপাড়ায় আজ হ'ল পোঁতা!
বুড়ো মালী বনওয়ারী (যতনে) সাজায় কেয়ারী।
সুবাসী লতার ফুল পরিবে কানে
সুবাস জাগিবে রস বুড়ানো প্রাণে
ও পথে যাস না তোরা বারণ করি-
(বুড়া আসবে তেড়ে,
খেঁটে হাতে বুড়া আসবে তেড়ে)

দৈনন্দিন জীবন গাঁথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জীবনের চরম সত্য মৃত্যুকেও উপজীব্য করে কাহার শ্রেনির কণ্ঠে গীত হয়েছে মৃত্যুবিষয়ক সংগীত। পারস্পরিক শ্রেণিগত বিভাজন থাকলেও এই চরম সত্যের সামনে উপনীত হয়ে তাদের জীবন ভাবনার পাশাপাশি অন্তর বেদনাও একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে।

নয়নের মৃত্যুর পর পাগল কাহার গান বেঁধেছে -

ভাইরে! অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে!
অন্ধকারেরই পরান পাখি সেই দ্যাশেতে যায় রে!
চন্দ সূর্য্য লক্ষ পিদীম। তাইরে নাইরে নাই রে।
না থাক, আছে একজনা ভাই,
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়াই
দুই চোখে তার দুইটি পিদীম আঁধারে রোশনাই রে আলোর তরে ভাবনা কেন হায় রে।

বনওয়ারীর অন্তিম শয়ান উপলক্ষে পাগল কাহারের গান -

হাঁসুলীবাঁকের কথা- বলব কারে হায়?
কোপাই নদীর জলে- কথা ভেসে যায়।
যে বাঁশিতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশে হয় বাঁশি বাঁশবাদির বাঁশগুলিরে তাই তো ভালোবাসি।
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই,
বিধাতা বুড়োর খেলা দেখে যা রে ভাই!

পালকির গান রাঢ়বঙ্গের লোকসংগীতের এক অন্যতম অংশ। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় কাহার পাড়ার পালকিবহনের গানের সুন্দর বর্ণনা রাঢ়বঙ্গের গ্রাম্য সাধারণ জীবনের তথা নিম্নস্তরের মানুষের জীবনের আনন্দ ফুটে উঠেছে ও কর্ম সংগীতের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে পাগল কাহারের কণ্ঠে-

- সরাসরি ভাল পথে-
পিছন ওয়ালারা হেঁকেছে প্লো-হিঁ।

- জোর পায়ে চলিব-
- প্লো-হিঁ - প্লো হিঁ-
- আরও জোর কদমে-
- প্লো-হিঁ -প্লো-হিঁ-প্লোহিঁ
- বরেরো পাল্কী। - প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ! পড়িল পিছনে-
- প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ।
- আগে চলে লক্ষ্মী-

- প্লো-হিঁ প্লো-হিঁ
- পিছে-এল নারায়ণ।
- হেঁইযো- হুঁশিয়ার
- প্লো-হিঁ
- পাশ করে পাল্কী-
- প্লো-হিঁ
- কর্তার হুকুমত-
- প্লো-হিঁ
- গিন্নির পাল্কী পিছনে পড়িল-
- প্লো-হিঁ -প্লো-হিঁ -প্লো-হিঁ -প্লো-হিঁ-

সাংস্কৃতিক তাৎপর্য : রাঢ়বঙ্গের সমাজ জীবনের সার্থক রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, উপন্যাসে যে কাহার শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায় তারা সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি। প্রত্যয়ী লেখক খুব সহজ সরল ভাবে রাঢ়বঙ্গের গ্রামের এই সব অন্ত্যজ শোষিত শ্রেণির কথাগুলি বর্ণনা করেছেন।

১. প্রাচীনত্য, লোকসংস্কৃতির প্রতি তথা প্রথাগত ঐতিহ্যের প্রতি কাহার শ্রেণির নিবিড় আনুগত্য ও মমত্ব বোধ প্রকাশ পেয়েছে তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও গানগুলির মাধ্যমে।

২. রাঢ়বাংলার লোকসংগীতের একটি প্রধান অংশ হল কর্মসংগীত। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এই কাহার শ্রেণি তাদের দৈনন্দিন পেশাদারী কাজের সাথে সাথে লোকগান গুলিকে নিয়ে এগিয়ে চলে। রাঢ়বঙ্গের সাধারণ পল্লী জীবনের মধ্যে লৌকিক জীবনের প্রভাব চেয়ে বেশি গানগুলি সে কথায় স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে।

৩. রাঢ়বঙ্গের পল্লীজীবনের মানুষ অর্থনৈতিক যূপকাষ্ঠে যতই পদদলিত ও পরাভূত হোক না কেন ব্রতকথা, উৎসব, নাচ, গান প্রভৃতি লোক জীবনের আঙ্গিকগুলি তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি বরং এই ঘাত প্রতিঘাতের অর্ন্তবেদনা গানগুলিকে প্রভাবিত করেছে।

৪. অন্ত্যজ কাহার শ্রেণির সংস্কৃতিমনস্কতা, জীবনধারা ও জীবন ভাবনা প্রস্ফুটিত হয়েছে তাদের গীত এই গানগুলিতে।

৫. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার মেলবন্ধনের এর মাধ্যমে কাহার শ্রেণি নিজেদের স্বকীয় চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছে।

৬. কাহারপাড়ার এই গান ও ছড়াগুলির মধ্য দিয়েই তাদের প্রচলিত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনই প্রকাশিত হয়েছে অন্তরের সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলি।

৭. কাহার জাতির পরিচিতির বৈচিত্র্যময়তা কাহারপাড়ার গানে। তাদের মুখে রচিত ও প্রচলিত সংগীতগুলি লোক জীবন ও অখণ্ড সমাজ জীবনের পরিচায়ক। গানগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের সহজাত কবিত্ব শক্তি, শ্রুতিমধুর ও সাবলীল গান বাঁধার ক্ষমতা- অর্থাৎ শিল্পসত্বা প্রকাশিত আবার অন্যদিকে লোকসমাজের রসচেতনার, শিল্প ও সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায় গানগুলির সাংঘাতিক বিশ্লেষণে।

পরিশেষে বলা যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কাহার শ্রেনির মানুষের এই সব বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কুসংস্কার, লোককথা, গান, নাচ প্রভৃতি লোকিক আঙ্গিকের মধ্যেই তাদের জীবনচক্র আবর্তিত হয়েছে, তৈরি হয়েছে জীবনীশক্তি। এই মুখাশ্রিত ছড়া ও গানগুলি হল তাদের জীবনকথা ও সৃজনী প্রতিভার পারস্পরিক প্রতিরূপ। যা তাদেরকে রাঢ়বঙ্গের একটি সক্রিয় জাতি বা শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পাখির চোখের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাদের অবস্থিতি ও একক সত্তা।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার কথা, শনিবারে চিঠি, দ্বিতীয় সংখ্যা, অগ্রাহায়ণ, ১৩৭১, পৃ. ৮৭
২. বন্দোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য অকাডেমী, কলকাতা, ১৩৪০-৫৩, পৃ. ৩৯৬
৩. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পাদিত ও সংকলিত), বাংলা ভাষার অভিধান, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,কলিকাতা, চৈত্র, ১৩২৩, পৃ. ৩৯৬
৪. Risley, H.H. The Tribes and Castes of Bengal: Ethnographic Glossary, Vol1, Printed at the Bengal secretariat press, Calcutta,1892, p. 370
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার কথা, শনিবারে চিঠি, দ্বিতীয় সংখ্যা, অগ্রাহায়ণ, ১৩৭১, পৃ. ৮৮
৬. Risley, H.H. The Tribes and Castes of Bengal: Ethnographic Glossary, Vol1, Printed at the Bengal secretariat press, Calcutta, 1892, p.370
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার কথা, শনিবারে চিঠি, দ্বিতীয় সংখ্যা, অগ্রাহায়ণ, ১৩৭১, পৃ. ৮৮
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০২১, পৃ. ১৮
৯. Risley, H.H. The Tribes and Castes of Bengal: Ethnographic Glossary, Vol1, Printed at the Bengal secretariat press, Calcutta,1892, p. 370